পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদকঃ এ. এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ১৫শ সংখ্যা

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ বাংলা : ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮০ ইং : ৬ই সফর, ১৪০১ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫·· টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৮০ ইং ৩৪শ বর্ষ ১৫শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরে কুরআন : 'সুরা বাকারা : (২য় পারা' ২য় রুকু পর্যন্ত।	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
* হাদীস শরীফ : 'প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাব'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
* অমৃতবাণী : 'স্বীয় দাবীর সত্যতার জোরালো ঘোষণা এবং আপন জামাতের প্রতি জরুরী নসিহত'	হযরত মসীহ মওউদ ওইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৮
* জুমার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১১
* হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা : —(৫৮)	মূল : হযরত হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৮
* সংবাদ : * ঢাকায় মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমা	সংকলন : জনাব এ কি, এম, হক	২০
* ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কোথায় ?	মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	২১
* বিশেষ বিজ্ঞপ্তি	মোঃ শামসুর রহমান, সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে জদীদ, বাঃ আ. আঃ	২৫

শোক সংবাদ

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই দুঃখবহ সংবাদটি জানান যাইতেছে যে, গাইবান্ধা জামাতের প্রতিষ্ঠাতা এবং জামাতের একজন বিশিষ্ট বুজুর্গ মরহুম মৌঃ মোঃ আব্দুস সোবহান সাহেবের স্ত্রী জনাবা ওয়াহেদুন্নেসা খানম সাহেবা ৮৩ বৎসর বয়সে ১৮ই নভেম্বর মঙ্গলবার সকাল ৮ঘটিকায় হৃদযন্ত্রক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় গাইবান্ধাস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন।

তিনি জামাতের প্রতি গভীর ভালবাসা রাখিতেন এবং অনাথ-অভাবীদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতেন। তিনি তাঁহার বুজুর্গ স্বামীর ইন্তেকালের পর ১৭ বছর উক্ত বাসভবটিতেই বাস করেন এবং ক্রমাগত তাঁহার অসুস্থ কন্যার সেবায় নিয়োজিত থাকেন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির প্রতি দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন মরহুমার রুহের মাগফিরাত করেন ও দারাজাত বুলন্দ করেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গকে ধৈর্য ধারণের তওফিক দেন। উল্লেখ্য, তাঁহার গর্ভজাত দুই পুত্র বিদেশে আছেন এবং দুই কন্যা রহিয়াছেন। আল্লাহ্‌তালালা সবলের হাফেজ ও নাসের হউন।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ১৫শ সংখ্যা

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ বাংলা : ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৮০ ইং : ১৫ই ফতেহ, ১৩৫৯ হিঃ শামসী

সূরা বাকারা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ সহ ২৮৭ আয়াত ও ৪০ রুকু আছে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর – ৪)

দ্বিতীয় পারা

১৪৩। স্বল্পবুদ্ধিলোক অবশ্যই বলিবে, ইহাদিগকে (অর্থাৎ মুসলমানদিগকে) তাহাদের কিবলা হইতে যাহার উপর তাহারা (পূর্বে কায়েম) ছিল কিসে ফিরাইয়া দিল? (যখন তাহারা এইরূপ বলে তখন) তুমি (তাহাদিগকে) বলিও, পূর্ব এবং পশ্চিম আল্লাহ্‌রই, তিনি যাহাকে চাহেন সোজা পথ দেখান।

১৪৪। এবং (হে মুসলমানগণ! যেরূপভাবে আমরা তোমাদিগকে সরল পথ দেখাইয়াছি,) সেইরূপেই আমরা তোমাদিগকে এক উচ্চ মর্যাদাবান জাতি বানাইয়াছি যেন তোমরা অন্য লোকদের তত্ত্বাবধায়ক হও এবং এই রসূল তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক হয়, এবং ঐ কেবলাকে যাহার উপর তুমি (ইতিপূর্বে কায়েম) ছিলে, আমরা শুধু এই জন্য নির্ধারিত করিয়াছিলাম যেন এই রসূলের যাহারা অনুসরণ করে তাহাদিগকে ঐ সকল ব্যক্তি হইতে আমরা (সুস্পষ্ট ভাবে বাছাই করিয়া) জানিয়া লইতে পারি, যাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া চলিয়া যায়;

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ — হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) -এর আদেশক্রমে বাংলা ভাষায় কুরআন করীমের যে তরজমা ও তফসীর প্রকাশিত হইবে, উহার মধ্যে হইতে শুধু তরজমা (তাফসিরী নোট ব্যতীত) পাক্ষিক আহমদীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হইতেছে। হুজুরের নির্দেশক্রমে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী আল-মুসলেহ মওউদ (রাঃ) প্রণীত 'তফসীরে সগীর'-এর হুবহু তরজমা করা হইয়াছে। এই অনুবাদ সম্পর্কে কাহারও কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকিলে এক মাসের মধ্যে তাহা আমার নিকট পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

— মোঃ মোহাম্মাদ,
আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া।

এবং ইহা সেই সকল লোক ব্যতিরকে যাহাদিগকে আল্লাহ্ হেদায়ত দিয়াছেন অন্যদের জন্য কঠিন। এবং আল্লাহ্ এমন নহেন যে তিনি তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করিয়া দিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল মানুষের প্রতি কৃপালু, বারবার করুণাকারী।

১৪৫। অবশ্য আমরা বার বার তোমাকে আকাশ পানে মুখ চাহিতে দেখিতেছি। অতএব আমরা নিশ্চয় তোমাকে সেই কিবলার দিকে ফিরাইয়া দিব যাহা তুমি পছন্দ কর। সুতরাং (এখন) তুমি মসজিদে-হারমের দিকে তোমার মুখ ফিরাইয়া লও, এবং (হে মুসলমানগণ!) তোমরাও যেখানেই থাক না কেন উহার দিকে তোমাদের মুখ ফিরাইও, এবং নিশ্চয় যাহাদিগকে কিতাব (অর্থাৎ তওরাত) দেওয়া হইয়াছে তাহারা ইহা নিশ্চিত ভাবে জানে যে, ইহা (অর্থাৎ কেবলার পরিবর্তন) তাহাদের রবের পক্ষ হইতে (এক প্রেরিত) সত্য, এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছে সে বিষয়ে আল্লাহ্ বেখবর নহেন।

১৪৬। এবং যাহাদিগকে (তোমাদের পূর্বে) কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, তুমি যদি তাহাদের নিকট সকল (প্রকার) নিদর্শনও পেশ কর, তথাপি তাহারা তোমার কিবলার অনুসরণ করিবে না। এবং তুমিও তাহাদের কিবলার অনুসরণ করিতে পার না, এবং না তাহাদের মধ্যে কেহ (অর্থাৎ কোন দল) অন্যদের কিবলার অনুসরণ করিবে এবং (হে পাঠক!) যদি তুমি তোমার নিকট (ঐশী) জ্ঞান আসার পরও তাহাদের ইচ্ছার অনুসরণ কর তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি সীমা লংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৪৭। সেই সকল লোক, যাহাদিগকে আমরা কিতাব দিয়াছি ইহাকে (অর্থাৎ সমাগত সত্যকে) সেই ভাবেই চিনে যে ভাবে তাহারা নিজেদের সন্তানগণকে চিনিয়া থাকে এবং তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক নিশ্চয়ই সত্যকে জানিয়া বুঝিয়া গোপন করিতেছে।

১৪৮। উক্ত সত্য তোমার রবের পক্ষ হইতে সমাগত। সুতরাং তুমি কিছুতেই সন্দেহ-কারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

১৮শ রুকু

১৪৯। এবং প্রত্যেকের কোন না কোন এক লক্ষ্য থাকে যাহার প্রতি সে সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়া রাখে। সুতরাং (তোমাদের এই লক্ষ্য হওয়া উচিত যে) তোমরা নেকী অর্জনে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা কর; তোমরা যেখানেই থাক আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে একত্রিত করিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

১৫০। এবং তুমি যেখান হইতে বাহির হও তোমার মুখ মসজিদে-হারামের দিকে ফিরাও। কারণ নিশ্চয় ইহা (অর্থাৎ এই আদেশ) তোমার রবের পক্ষ হইতে (সমাগত) সত্য এবং তোমরা যাহা কিছু কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ কখনও বেখবর নহেন।

১৫১। এবং তুমি যেখান হইতেই বাহির হও তোমার মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফিরাও। এবং (হে মুসলমানগণ!) তোমরাও যেখানেই থাক তোমাদের মুখ উহার দিকেই ফিরাও, যেন (বিরুদ্ধবাদীগণের মধ্য হইতে) ঐ সকল লোক ব্যতীত যাহারা জুলুম করিয়াছে

(অন্য) লোকের পক্ষ হইতে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না হয়। সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না, কেবল আমাকেই ভয় কর (আমি এই আদেশ এই জন্য দিয়াছি যেন তোমাদের বিরুদ্ধে লোকের অভিযোগ না থাকে) এবং যেন আমি স্বীয় নেয়ামত তোমাদের উপর পূর্ণ করিতে পারি এবং যেন তোমরা হেদায়ত পাও।

১৫২। যেমন আমরা তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট এক রসুল পাঠাইয়াছি, যে তোমাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনায় এবং তোমাদিগকে পরিশুদ্ধ করে এবং তোমাদিগকে কিতাব ও তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যাহা পূর্বে জানিতে না তাহা শিক্ষা দেয়।

১৫৩। সুতরাং (যখন আমি তোমাদের উপর এত অনুগ্রহ করিয়াছি) তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হইও না।

১৯ শ রুকু

১৫৪। হে ঐ সকল ব্যক্তি, যাহারা ঈমান আনিয়াছে! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সহিত থাকেন।

১৫৫। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাহাদের সম্বন্ধে (ইহা) বলিও না যে তাহারা মৃত, (তাহারা মৃত) নহে বরং তাহারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না।

১৫৬। এবং নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে কিছু পরিমাণ ভয় ও ক্ষুধা এবং ধন, প্রাণ ও ফলের ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করিব এবং (হে রসুল!) তুমি এই ধৈর্য্যশীলগণকে শুভ সংবাদ দাও।

১৫৭। যাহারা, যখন তাহাদের উপর বিপদ আসে (অস্থির হয় না এবং) বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই, এবং নিশ্চয় আমরা তাঁহারই দিকে ফিরিয়া যাইব।

১৫৮। ইহারাই ঐ সকল লোক যাহাদের প্রতি তাহাদের রবের পক্ষ হইতে আশিস ও করুণা (বর্ষিত) হয় এবং ইহারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত।

১৫৯। এবং নিশ্চয় 'সাফা' ও 'মারওা' আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং যে কেহ এই (কা'বা) গৃহের হজ্ব অথবা 'ওমরা' করে, অতঃপর সে যদি ঐ দুইটির মধ্যে দ্রুত গমনাগমন করে তাহা হইলে তাহার উপর কোন পাপ হইবে না। এবং যে কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নেক কাজ করে সে জানিয়া (রাখুক যে) আল্লাহ্ নিশ্চয় গুণগ্রাহী ও সর্বজ্ঞ।

১৬০। যাহারা ইহাকে (অর্থাৎ এই কালামকে) যাহা আমরা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও হেদায়েত সহ নাযেল করিয়াছি, লোকদের জন্য ইহা এই কিতাবে আমাদের সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দেওয়ার পরও গোপন করে, তাহারাই ঐ সকল লোক যাহাদিগকে আল্লাহ্ অভিশাপ দেন এবং অভিশাপ কারীগণও অভিশাপ দেয়।

১৬১। কিন্তু যাহারা অনুতাপ করে এবং নিজদিগকে সংশোধন করে এবং (সত্যকে) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে—এই সকল লোকের প্রতিই আমি রহমের সহিত দৃষ্টিপাত করিব। আমি (আমার বান্দাদের প্রতি) অত্যন্ত মনোযোগশীল ও বারবার করুণাকারী।

১৬২। যাহারা কুফর করিয়াছে এবং কুফরের অবস্থায় মারা গিয়াছে, এই সকল লোকের উপর আল্লাহ্‌র, ফেরেশতাগণের এবং মানবজাতির সকলের অভিশাপ।

১৬৩। উহার মধ্যে তাহারা (অবস্থানরত) থাকিবে, না তাহাদের উপর (উপর) হইতে শাস্তি লঘু করা হইবে, এবং না তাহাদিগকে (শ্বাস ফেলিবার) আবকাশ দেওয়া হইবে।

১৬৪। এবং তোমাদের মা'বুদ (স্বীয় সত্তায়) একমাত্র মা'বুদ: তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই, (যিনি) অসীম দাতা এবং বারবার করুণাকারী।

২০ রুকু

১৬৫। আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে এবং জলযান সমূহে যাহা মানবমণ্ডলীর হিতকর সামগ্রী সহ সমুদ্রে বিচরণশীল এবং সেই পানিতে যাহা আল্লাহ্‌ আকাশ হইতে বর্ষণ করেন যদ্বারা তিনি পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন এবং উহার মধ্যে যাবতীয় জীব-জন্তু বিস্তার করেন এবং বায়ু প্রবাহের পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে সেবায় নিয়োজিত মেঘমালায়, নিশ্চয় ধী-সম্পন্ন জাতির জন্য বহুবিধ নিদর্শন রহিয়াছে।

১৬৬। এবং মানুষের মধ্যে এমনও কতক লোক আছে যাহারা আল্লাহ্‌ ছাড়া (অন্যকে) তাহার রক্ষক রূপে গ্রহণ করে, তাহারা উহাদিগকে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার ন্যায় ভালবাসে। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা আল্লাহ্‌কে সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসে। এবং যাহারা সীমা লংঘন করিয়াছে তাহারা যদি (সেই মুহূর্তকে) প্রত্যক্ষ করিত যখন তাহারা আযাবকে প্রত্যক্ষ করিবে (তাহা হইলে তাহারা বুঝিত) যে সমস্ত শক্তি আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌ শাস্তি প্রদানে অতি কঠোর।

১৬৭। (হায়! তাহারা যদি ঐ সময়কে দেখিতে পাইত) যখন অনুসৃতগণ অনুসরণকারীগণকে প্রত্যাখ্যান করিবে এবং তাহারা শাস্তিকে প্রত্যক্ষ করিবে এবং (শিরকের জন্য) তাহাদের (মুক্তির) সকল উপায় ছিন্ন হইয়া যাইবে।

১৬৮। এবং যাহারা অনুসরণ করিয়াছিল তাহারা বলিবে, হায়! একবার যদি আমরা (আবার দুনিয়ায়) ফিরিয়া যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরাও তাহাদিগকে অস্বীকার করিতাম যে ভাবে তাহারা আজ আমাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিল। এইভাবে আল্লাহ্‌ তাহাদের কার্য-কলাপ তাহাদিগকে মনস্তাপরূপে দেখাইবেন, এবং তাহারা কখনও (সেই) অগ্নি হইতে বাহির হইতে পারিবে না। (ক্রমশঃ)

'সকল বরকত হযরত মোহাম্মাদ লাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে।'

[ইলহাম—হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ)]

হাদিস শরীফ

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪৫৭। "স্মরণ রাখিবে যে, মসীহ মওউদ ও আমার মধ্যে কোন নবী নাই। স্মরণ রাখিবে, আমার পরে আমার উম্মতে তিনি আমার খলিফা হইবেন। হাঁ, তিনি দাজ্জাল বধ করিবেন, ক্রুশ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবেন। জিযিয়া অপসারিত করিবেন। কারণ ধর্মার্থ যুদ্ধ-বিগ্রহের যুগ শেষ হইবে। এরূপ যুদ্ধাদির ধারা পরিবর্তিত হইবে। স্মরণ রাখিবে, মসীহ মওউদের সহিত সাক্ষাতের ভাগ্য যাহার হয়, সে যেন আমার 'সালাম' তাঁহাকে জরুর পৌছায়।"

[তিব্রানীহল আওসাৎ ওয়াস সাগীর']

৪৫৮। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "যাহারই সৌভাগ্য হয় মসীহ মওউদ (আঃ) সাক্ষাৎ পাওয়ার, সে তাঁহাকে আমার 'সালাম' জরুর পৌছাইবে।" ['দুরে মনসুর ; ২:৪৪৫ পৃঃ]

৪৫৯। হযরত সুবহান রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মুক্তি-দত্ত দাস। তিনি বলেন যে, হুজুর একবার ফরমাইয়াছিলেন: "আমার উম্মতের দুই জামাত এরূপ যে, আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে ফিৎনা-ফ্যাসাদের আগুন হইতে নিরাপদ রাখিবেন। এক জামাত হইল তাহারা, যাহারা হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করিবে এবং দ্বিতীয় জামাত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালামের সঙ্গে থাকিবে, তাঁহাকে সাহায্য করিবে।"

['নিসারী ; 'কিতাবুল জিহাদ ; ৪৯৬ পৃঃ, 'মুসনদে আহমদ ; ৫:২৭৮ পৃঃ কানযুলুল উম্মাল, ৭:২০২ পৃঃ]

৪৬০। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ- হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "মসীহ মওউদ (আঃ) অবতীর্ণ হইবেন, বিবাহ করিবেন এবং সুসংবাদপুর্ণ তাঁহার সন্তান জন্মিবে। প্রত্যাদিষ্ট (মামুর) হওয়ার পর প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর জীবন ধারণ করিবেন। অতঃপর ওফাত পাইবেন এবং আমার সঙ্গে আমার কবরে

টীকা ঃ—৫। হাদিস নং ৪৬০ হইতে প্রকাশ যে,, 'মসীহে মওউদ' আবির্ভূত হওয়ার পর পয়তাল্লিশ বৎসর থাকিবে। যদি গয়ের-আহ্মদীগণের আকীদা ও ধারণানুসারে ধরিয়া নেওয়া হয় যে, ঈসা (আঃ) আকাশ হইতে অবতরণ করিবেন, তবে তাঁহার উত্তোলিত ['রাফ্য়া'] হওয়ার সময় সর্ব স্বীকৃত বয়স তাঁহার ছিল ত্রিশ বৎসর মাত্র। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইবে ৭৫ বৎসর প্রায়! অথচ হাদিসের দিক হইতে ঈসা (আঃ)-এর বয়স একশত

সমাহিত হইবেন। অতঃপর, আমি ও মসীহ্ মওউদ (আঃ) আবু বকর (রাযিঃ) এবং উমরের (রাযিঃ) মধ্যবর্তী এক কবর হইতে উঠিব।" অর্থাৎ, 'রূহানিয়ৎ বা আধ্যাত্মিকতা এবং আবির্ভাবের উদ্দেশ্যের দিক হইতে আমাদের চারি জনেরই অস্তিত্ব অভিন্ন এবং একই শ্রেণীর গুণে গুণান্বিত। ['মিশকাত ; 'বাবু নযুলু ঈসা আঃ ৪৮০ পৃঃ]

৪৬১। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "তোমাদের অবস্থা কেমন সংকটাকীর্ণ থাকিবে, যখন ইবনে মরয়্যম, অর্থাৎ 'মসীলে মসীহ্' তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন, যিনি তোমাদের ইমাম, তোমাদেরই মধ্য হইতে হইবেন। অন্য এক রিওয়াইতে বর্ণিত হইয়াছে : "তিনি তোমাদের মধ্য হইতে হওয়ার ফলে তোমাদের ইমামত, বা নেতৃত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন।" ['বুখারী ; 'কিতাবুল আম্বিয়া ; 'বাবু নযুল ঈসা বিন্ মরিয়ম ; ১:৪৯০ পৃঃ, 'মুসলিম ; ১:৮৭ পৃঃ 'মুসনদে আহমদ ; ২:৩৩৬ পৃঃ]

বিশ বৎসর। (হাদিস নং ৪৭২ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে, যে প্রতিশ্রুত মসিহ্ (মসিহ্ মওউদ) আসিবার কথা, তিনি মোহাম্মদীয় উম্মতেই পয়দা হইবেন এবং ইলহাম তথা প্রত্যাদেশ বাণী প্রাপ্তির পর প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর জীবিত থাকিবেন। প্রত্যাদিষ্ট হইয়া আবির্ভূত হওয়ার পর তিনি বিবাহ করিবেন। তাঁহার সুসংবাদপ্রাপ্ত সন্তান হইবে। এবং 'ফানা ফিররাছুল' (রাছুলের পায়রবী ও প্রেমে বিলীন) হওয়ার ফলে তাঁহার প্রভু ও কর্তা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সহিত তাঁহার পূর্ণ ঐক্য ও একাত্মতা থাকিবে এবং তাঁহার দাবী হইবে এই যে— من فرق بينى وبين المصطفى فما عرفنى وما رأى

[অর্থাৎ, 'আমার এবং মুস্তফা (সাঃ)-এর মধ্যে পার্থক্য করে, সে আমাকে চেনে নাই, দেখেও নাই।']

সেইরূপ ৫৬১ নং হাদিস হইতে প্রকাশ যে মসীহ্ মওউদ (আঃ) হিন্দুস্থানের সহিত বিশেষ সম্পর্কযুক্ত।

৬। আগমনকারী মসিহ্ মওউদ (আঃ) যেমন ইমাম মাহ্‌দী হইবেন, তেমনি উম্মতি নবীও হইবেন, অর্থাৎ, তিনি নবুওয়তের কামালাত (উৎকৃষ্ট গুণাবলী) আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কামেল পায়রবী, আনুগত্য ও অনুবর্তিতার ফলে হাসিল করিবেন। তাঁহার 'জিল ও বুরুয্' —'প্রতিবিম্ব ও প্রতিচ্ছায়া হইবেন। [হাদিস নং ৪৪৪, ৪৮৬, ৪৮৮ ও ৪৯১ দ্রষ্টব্য।]

হযরত মহীউদ্দিন ইবনে আরবী (রহঃ) লিখিয়াছেন :—

"ঈসা আলাইহিস সালামু ইয়ানযেলু ফিনা মিন্ গাইরে তাশরীরিন ওয়া হুয়া নাবীয়ুন বিলা শাক্কিন।" ['ফতুহাতে মক্কিয়া ; ১:৫৭ পৃঃ]

অর্থাৎ, ঈসা আলাইহেস সালাম আমাদের মধ্যে পয়দা হইবেন নূতন শরীয়ত না আনিয়া এবং তিনি নবী হইবেন সন্দেহাতীতরূপে'। [হাদিস নং ৫৯৪,] 'মুসলিম ; ১:৮৭ পৃঃ, 'মুসনদে আহমদ ; ৩:৩৪৫ পৃঃ]

৪৬২। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "ব্যাপার সঙ্গিন হইতে থাকিবে। পৃথিবীতে অশুভ ব্যাপার সমূহ ও দুর্ভাগ্য ছড়াইয়া পড়িবে। মানুষ কৃপণ হইয়া পড়িবে। দুষ্ট ব্যক্তিরা কিয়ামতের দৃশ্য দর্শন করিবে। এহেন সংকটাপন্ন অবস্থায় আল্লাহ্‌তায়ালার প্রত্যাদিষ্ট 'মামুর' আবির্ভূত হইবেন। ঈসা (আঃ) ব্যতীত অন্য কোনো 'মাহদী (আঃ) নাই। অর্থাৎ 'মসীহর প্রতিরূপ বা মাসীলে মসীহই মাহদী হইবেন। মাহদী কোন সতন্ত্র সত্বা বা ব্যক্তিত্ব নহেন। ['ইবনে মাজা; 'বাবু শিদ্দাতুয্‌ যামান; ২৫৭ পৃঃ (মিশরীয় সংস্করণ, ১৩১৩ হিঃ) 'কানযুল উম্মাল; ৭: ১৮৬ পৃঃ]

৪৬৩। হযরত মুহাম্মদ বিন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: "ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমাদের মাহদীর সত্যতার দুই নিদর্শন এরূপ যে, যদাবধি জমিন ও আসমান পয়দা হইয়াছে তাহা কাহারো সত্য নিরূপনের জন্য প্রকাশিত হয় নাই। প্রথম, এই যে, তাঁহার আবির্ভাব কালে রমযানে চন্দ্র গ্রহণের তারিখগুলির প্রমম তারিখে, অর্থাৎ ১৩ই রমযান চন্দ্র গ্রহণ হইবে এবং সূর্য গ্রহণের তারিখগুলির মধ্যবর্তী তারিখ ২৮শে রমযানে সূর্য গ্রহণ হইবে, এবং এই দুই নিদর্শন এরূপে কখনো প্রকাশিত হয় নাই।" ['সুনুনে দারকুৎনী; 'বাবু সিফাতিস সালাতিল খুসুফ ওয়াল কুসুফ ওয়া হাইয়াতুহুমা; ১৮৮ পৃঃ, দিল্লীর মাৎবায়া আনসারী সংস্করণ]

[বস্তুত উক্ত হাদিস অনুযায়ী সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ ১৮৯৪ইং মোতাবেক ১৩১১ হিঃ রমজান মাসে নির্দিষ্ট তারিখদ্বয়ে সংঘঠিত হইয়াছে —অনুবাদক]।

৪৬৪। বর্ণিত আছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "আমার উম্মৎ এক কল্যাণময় মুবারক উম্মত। জানা যাইবে না যে, ইহার প্রথম যুগ উৎকৃষ্ট? না শেষ যুগ! 'অর্থাৎ উভয় জামানাই শান-শৌকাত সম্পন্ন হইবে।"

['জামেয়ুস সাগীর; ১:৫৪ পৃঃ মিশর সংস্করণ]

৭। 'মির্কাত শরহে মিশ্‌কাত' ৫: ৫৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে: "লা মোনা ফাতা বাইনা আঁইয়াকুনা নাবিয়ান ওয়া আঁইয়াকুনা মুতাবেয়ান লেনাবিয়েনা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামা ফি বাইয়ানে আহ্‌কামে শারিয়াতেহী ওয়াৎকানে তারিকাতেহী ওয়া লাও বিল ওয়াহীয়ে ইলাইহে।" অর্থৎ, "আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শরীয়তের নির্দেশাবলী বর্ণনা এবং তাঁহার তরীকতের দৃঢ়তা সংস্থাপনার্থ তাঁহার (সাঃ) অনুবর্তিতায় নবী হওয়ায় কোনো নিষেধ নাই, কোনো বিরোধ নাই।"

৮। "ফাহুয়া (আইয়েল মাসিহুল মওউদ) আলাইহেস সালাম ওয়া ইন কানা খালিফাতুন ফিল্‌ উম্মাতাল মুহাম্মাদীয়াতে ফাহুয়া রাসুলুন ওয়া নাবিউন, কারীমুন আলা হালিহী।"

অর্থাৎ, "হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) উম্মতে মোহাম্মদীয়ায় এক বিশেষ খলিফা, রাসুল ও সম্মানিত নবী।" ['হুজাজুল কিরামাহ্‌', ৪২৬ পৃঃ নওয়াব সিদ্দিক হাসান খাঁন প্রণীত] (ক্রমশঃ)

['হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ]

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

স্বীয় দাবীর সত্যতার জোরালো ঘোষণা এবং আপন জামাতের প্রতি জরুরী নসিহত

"ইহা আল্লাহতায়ালার স্বহস্তে রোপিত বৃক্ষ, ইহার রক্ষণাবেক্ষণ স্বয়ং ফেরেস্তাগণ করেন।"

ইহার বিরুদ্ধে মানবীয় কলা-কৌশল ও পরিকল্পনাদি পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া এবং ক্রমাগত উন্নতি লাভ করায় ইহা খোদাতালার পক্ষ হইতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অন্যতম প্রমাণ।"

আমি আমার জামাতকে বিশেষভাবে নসিহত করিতেছি যে দুষ্কৃতি ও অহিত সাধন হইতে বিরত থাকিবে এবং মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবে।

'হে নিদ্রাভিভূত ব্যক্তিগণ! জাগ্রত হও; হে গাফিল ও উদাসীন ব্যক্তিগণ! উঠিয়া দাঁড়াও, এক মহান বিপ্লবকাল সমাগত। ইহা ক্রন্দন করিবার সময়, নিদ্রা গমনের নহে। ইহা আর্তনাদের সময়, হাসি-বিদ্রূপের নহে।.....দোওয়া কর যেন খোদাতায়ালা তোমাদিগকে দৃষ্টি দান করেন, যাহাতে তোমরা বর্তমান যুগের আঁধারকেও সম্যক প্রত্যক্ষ করিতে পার এবং সেই জ্যোতিকেও, যাহা ইলাহী রহমত বা ঐশীকৃপা এই আঁধারকে তিরোহিত করার জন্য সৃষ্টি করিয়াছে। শেষ রাত্রিতে উঠ এবং খোদাতায়ালার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া হেদায়েত প্রার্থনা কর। অন্যায়রূপে এই সত্য ও হক্কানী সেলসেলাকে ধ্বংস করার নিমিত্ত বদ-দোওয়া পরিত্যাগ কর এবং দুরভিসন্ধি আঁটিও না।

খোদাতায়ালা তোমাদের ঔদাসীন্য এবং ভ্রান্তিমূলক ইচ্ছা-কামনার অনুসরণ করেন না। তিনি তোমাদের মন ও মস্তিষ্কের বোকামী সমূহ তোমাদের উপর প্রকাশ করিয়া দিবেন, আপন বান্দার সহায়ক ও সমর্থনকারী হইবেন এবং সেই বৃক্ষকে কখনও কর্তন করিবেন না, যাহা তিনি নিজ হস্তে রোপন করিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে কেহ কি তাহার নিজ হাতে রোপিত সেই চারা-গাছকে কখনও কর্তন করিতে পারে, যাহার ফলদানের সে আশা রাখে? সুতরাং সেই প্রেমময়, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বাপেক্ষা দয়াময় 'আরহামুর রাহেমীন' খোদা তাঁহার সেই চারা-

গাছকে কেন কর্তন করিবেন, যে চারা-গাছের ফল দানের দিনগুলির তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন। যখন তোমরা মানুষ হইয়া যে কাজ করিতে চাহ না, তখন তিনি যে 'আলেমুল গাইব'—যিনি সকল অজ্ঞেয় বিষয় জানেন এবং যাঁহার দৃষ্টি প্রত্যেক মানব হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্যন্ত প্রসারিত, তিনি কেন তাহা করিবেন?" (আইনায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ৫৪,৫৫)

"মিথ্যাবাদী কি কখনও সফলকাম হইতে পারে?

ان اللہ لا یھدی من ھو مسرف کذاب

(নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা সীমালঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদীকে কখনও সফলতার পথ দেখান না'—অনুবাদক)। মিথ্যাবাদীর ধ্বংস ও নিপাতের জন্য তাহার মিথ্যাই যথেষ্ট। যে কার্য খোদা-তায়ালার জালাল ও প্রতাপ এবং তাঁহার রসুল (সাঃ)-এর বরকাত ও কল্যাণরাজী প্রকাশ ও প্রমাণের উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে এবং যে বৃক্ষ স্বয়ং খোদাতায়ালার হস্তে রোপিত হয়, উহার হেফাজত স্বয়ং ফেরেস্তাগণ করেন। এমন কে আছে যে, উহাকে বিনষ্ট করিতে পারে?

স্মরণ রাখিও, যদি আমার কায়েমকৃত সেলসেলা নিছক দোকানদারী হয়, তাহা হইলে উহার নাম-নিশানা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, কিন্তু যদি ইহা খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, এবং নিশ্চয় ইহা তাঁহারই পক্ষ হইতে কায়েমকৃত, তাহা হইলে সমগ্র জগৎও যদি ইহার বিরুদ্ধচারণ করে, তথাপি ইহা বর্দ্ধিত হইবে, প্রসার লাভ করিবে এবং ফেরেশতাগণ ইহার হেফাজত করিবেন। একটিও ব্যক্তি যদি আমার সঙ্গে না থাকে এবং কেহও যদি আমাকে সাহায্য না করে, তথাপি আমি দৃঢ় প্রত্যয় রাখি যে, এই সেলসেলা সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

বিরোধিতার আমি কোনই পরোয়া করি না। আমি ইহাকেও আমার উন্নতির জন্য অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করি। এমন কখনও হয় নাই যে খোদাতায়ালার কোন মামুর বা প্রত্যাদিষ্ট এবং খলিফা জগতে আসিয়াছেন, অথচ মানুষ তাহাকে নীরবে গ্রহণ করিয়াছে।"

(আল হাকাম, ১৭ই জুলাই, ১৯০৫—মলফুজাত, ৭ম খণ্ড পৃঃ ১৪৮)

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, এই সেলসেলা খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে কায়েম করা হইয়াছে। যদি ইহা মানবীয় কৌশল ও পরিকল্পনার প্রতিফলন হইত, তাহা হইলে মানবীয় কলা-কৌশল ও প্রচেষ্টা এবং মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ পর্যন্ত ইহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিত। যাবতীয় মানবীয় পরিকল্পনার মোকাবেলায় ইহা বর্দ্ধিত হওয়া এবং ক্রমাগত ইহার উন্নতি লাভ করাই খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে ইহা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অন্যতম প্রমাণ। সুতরাং তোমরা নিজেদের একীন ও বিশ্বাসের শক্তি যত বৃদ্ধি করিবে ততই তোমাদের হৃদয় উজ্জ্বল ও উদ্দীপিত হইবে।

কুরআন শরীফ অধ্যয়ন কর এবং খোদাতায়ালায় সম্পর্কে কখনও নিরাশ হইবে না। মুমেন কখনও খোদাতায়ালা হইতে নিরাশ হয় না। তাঁহার সম্পর্কে নিরাশ হওয়া অবিশ্বাসীদের স্বভাবের অন্তর্গত। আমাদের খোদা 'আলা কুল্লে শাইয়িন কাদীর'—সর্বশক্তিমান খোদা।

(আল-হাকাম, ২৪শে জুন ১৯০২ইং—মলফুজাত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৭-২৫৮)

"আমি এখন আমার জামাতকে, যাহারা আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহরূপে গ্রহণ করিয়াছে, বিশেষভাবে নছিহত করিতেছি যে, দুষ্কৃতি ও অহিত সাধন হইতে বিরত থাকিবে, এবং মানবজাতির

প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবে। নিজেদের অন্তরকে তোমরা বিদ্বেষ ও ঈর্ষা হইতে মুক্ত ও পবিত্র কর। এরূপ স্বভাবের দ্বারা তোমরা ফেরেশ্‌তাগণের ন্যায় হইয়া যাইবে। কত পঙ্কিল ও অপবিত্র সেই ধর্ম যে ধর্মে মানুষের প্রতি সহানুভূতি নাই, এবং কত অপবিত্র সেই পন্থা বা মতবাদ, যাহা প্রবৃত্তি ও বাসনা-কামনা-গত ঘৃণা ও বিদ্বেষের কণ্টকে পরিপূর্ণ। সুতরাং তোমরা, যাহারা আমার সংগে আছ, তদ্রূপ হইও না। চিন্তা করিয়া দেখ, ধর্মের উদ্দেশ্য ও অবদান কি? তাহা কি এই যে, সদা মানুষকে নির্যাতন ও ক্লেশদানে লিপ্ত থাকা তোমাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও জীবন-ধারায় পরিণত হউক? কখনও নয়, বরং ধর্মের উদ্দেশ্য হইল সেই জীবনকে লাভ করা, যাহা খোদাতায়ালার মধ্যে বিদ্যমান, এবং সেই পবিত্র জীবন না কেহ লাভ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও কেহ লাভ করিতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদায়ী সিফাত বা ঐশী গুণাবলী মানুষের অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করে। খোদার জন্য সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, যাহাতে আকাশ হইতে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শিত হয়।... তোমরা সর্ব প্রকার হীন পার্থিব ঘৃণা ও বিদ্বেষকে পরিত্যাগ কর এবং মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হও এবং খোদাতায়ালার মধ্যে বিলীন হইয়া যাও। তাঁহারই সহিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বচ্ছ ও পবিত্র সম্পর্ক স্থাপন কর। কেননা ইহাই সেই পন্থা, যদ্বারা কেরামত (অলৌক-ক্রিয়া) সমূহ সাধিত হয় ও দোওয়া সমূহ কবুল হয় এবং ফেরেশ্‌তাগণ সাহায্যার্থে অবতীর্ণ হন। কিন্তু ইহা একদিনের কাজ নয়। উন্নতি কর। অধিকতর উন্নতি কর।"

(গভর্ণমেন্ট ইংরেজী আওর জেহাদ, পৃঃ ১৩)

"আমাদের নীতি এই যে, সমগ্র মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হইবে। যদি কোন ব্যক্তি কোন হিন্দু প্রতিবেশীকে দেখিতে পায় যে, তাহার গৃহে আগুন ধরিয়াছে কিন্তু এতদসত্ত্বেও সেই আগুন নিবাইবার জন্য সে সাহার্য্যার্থে আগাইয়া যায় না, তাহা হইলে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি আমার শিষ্যদের মধ্যে কেহ দেখিতে পায় যে কোন খ্রীষ্টানকে কেহ হত্যা করিতেছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে তাহাকে উদ্ধার করার জন্য সাহায্য করে না, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে সঠিক বলিতেছি যে, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়। ...আমি হলপ করিয়া বলিতেছি এবং যথার্থরূপে বলিতেছি যে, কোন জাতির প্রতি আমার শত্রুতা নাই। অবশ্য যথাসম্ভব তাহাদের আকায়েদ ও ভাব-ধারণার ইসলাহ্‌ ও সংশোধন করাই আমার কাম্য। যদি কেহ গাল-মন্দ দেয়, তবে আমাদের অভিযোগ শুধু খোদাতায়ালার দরবারেই থাকিবে, অন্য কোন আদালতে নহে। এবং এতদসত্ত্বেও মানবজাতির সহানুভূতি আমাদের হক ও অপরিহার্য কর্তব্য।" (সিরাজে মুনীর পৃঃ ২৮)

অনুবাদ: মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি। আমি তাঁহারই (সাঃ) হইয়া গিয়াছি।।
যাহা কিছু তিনিই (সাঃ), আমি কিছুই না। প্রকৃত মীমাংসা ইহাই।। [উর্দু দুররে সমীন]

—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[২৯শে মার্চ, ১৯৮০ইং তারিখে রাবওয়াতে মসজিদে আকসায় প্রদত্ত]

"আল্লাহতায়ালার মহব্বত লাভ করার যে পথ কুরআন করীম নির্দেশ করিয়াছে তাহা হইল মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পূর্ণ পায়রবী ও অনুবর্তিতা করা।

তোমরা খোদাতায়ালা এবং হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সহিত দৃঢ় সম্পর্ক কায়েম কর এবং তাহাদের ব্যতীত আর কোন কিছুর পরোওয়া করিও না।

পার্থিব জীবনে ইহকাল বা পরকাল সম্পর্কিত প্রতিটি উদ্দেশ্যে আল্লাহ-তায়ালার একটি পথ নির্ধারণ করিয়াছেন। খোদাতায়ালার সেই নির্ধারিত পথে না চলিয়া কেহ তাহার সেই উদ্দেশ্য লাভ করিতে পারে না, সফলকাম হইতে পারে না।

তাশাহুদ ও তায়াউযের পর হুজুর (আইঃ) বলেন :

জগতে প্রেম-ভালবাসাও প্রদর্শন করা হয় এবং ঘৃণা ও শত্রুতাও পোষণ করা হয়। এই প্রেম- ভালভাসা এবং ঘৃণা ও শত্রুতা ব্যক্তি বিশেষদের মধ্যেও বিদ্যমান রহিয়াছে, পরিবার সমূহের মধ্যেও, এবং জাতি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বিদ্যমান আছে। এক্ষেত্রে দুনিয়ার নিজস্ব নীতি রহিয়াছে। শত্রুতা ও বন্ধুত্ব বা ভালবাসা ন্যায়সঙ্গতও হইয়া থাকে, আবার অসঙ্গতও হইয়া থাকে। দুনিয়া মনে করে, কোন্ ধরণের ভালবাসা বা শত্রুতা বৈধ এবং কোন ধরণের ভালবাসা বা শত্রুতা অবৈধ—ইহা ফয়সালা করা মানুষের কাজ। শত্রুতা ধন-সম্পদের লালসার ফলেও সৃষ্টি হয় এবং ক্ষমতার লোভেও উহার উদ্ভব ঘটে। জাতিবর্গ জাতিবর্গের উপর আক্রমণ চালায় তাহাদের ভূমি ছিনাইয়া নেওয়ার এবং তাহাদের এলাকা কুক্ষীগত করার উদ্দেশ্যে। আবার কোন কোন জাতি কোন কোন জাতিকে ভালবাসে। কিন্তু যাহাদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা হয় উহা তাহাদিগের কোন উপকার করার উদ্দেশ্যে করা হয় না বরং তাহাদের নিকট হইতে কোন ফায়দা হাসিল বা স্বার্থ সিদ্ধিই উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। ইহা তো হইল দুনিয়ার রীতি।

কিন্তু যে ধরণের বন্ধুত্ব ও ভালবাসা বা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ককে ধর্ম বা দ্বীন বৈধ, অথবা যেরূপ শত্রুতাকে অবৈধ বলিয়া নিরূপীত করে, যে শত্রুতাকে মানব প্রকৃতিও অনুমোদন করে না, উহার ফায়সালা করা কুরআন করীমের ন্যায় মহান কিতাবের নযুলের পর—একমাত্র

সেই কিতাবেরই কাজ। এক্ষেত্রে নাক গলান বা ঝাপাইয়া পড়া মানুষের কাজ নয়, এবং কে খোদা এবং রসুলের শত্রু এবং কে মিত্র ও বন্ধু—ইহার ফয়সালা করার অধিকার বা ক্ষমতা তাহাকে কোন শক্তির পক্ষ হইতে দান করা হইয়াছে বলিয়া দাবী করা তাহার পক্ষে সঙ্গত নয়। কুরআন করীম এই প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বুনিয়াদী কথা মানুষের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে এবং বিশদ ব্যাখ্যা সহ উহা বর্ণনা করিয়াছে। এখন আমি সংক্ষেপে ঐ বুনিয়াদি কথাটির সম্পর্কে কুরআনী শিক্ষা আপনাদের সামনে পেশ করিব।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন,

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ٥ قل اطيعوا الله والرسول - فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين ٥ (ال عمران ايت ٣٢-٣٣)

প্রীতি-ভালবাসা এবং ঘৃণা-শত্রুতা সম্পর্কিত দুইটি মৌল-নীতি উক্ত আয়াত দ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করিতেছেন যে, ঘোষণা করিয়া দাও—ان كنتم تحبون الله যদি তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি ভালবাসা রাখ, তাহা হইলে তোমাদের এই (ভালবাসার) দাবী তখনই সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইবে, যখন তোমরা আমার পায়রবী করিবে। উহার ফলে আল্লাহ্‌তায়ালাও তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের ভুল-ত্রুটি মার্জনা করিবেন—আল্লাহ্‌তায়লো অত্যন্ত মার্জনাশীল এবং বারংবার দয়া প্রদর্শনকারী। قل اطيعوا الله والرسول (বল যে, আল্লাহ্ ও এই রসুলের অনুবর্তিতা কর—অনুবাদক)—আয়াতাংশে রসুলের পায়রবী সংক্রান্ত নির্দেশবাণীর মধ্যে এই সত্যটিই অন্তর্নিহিত যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পায়রবী করিয়া তোমরা প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্‌তায়ালার এতায়াত করিতেছ এবং উহার পাশাপাশি নবী করীম (সাঃ)-এর আহকামও মানিয়া চলিতেছ। কিন্তু যদি তাহারা ইহা না মানে, তাহা হইলে এই কুফর তথা অস্বীকারের ফলে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেম হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। পক্ষান্তরে রসুল-পায়ববীর ফলে আল্লাহ্‌তায়ালার মহব্বত লাভ হয়। এই মূল-নীতির উপরে যদি তাহারা তাহাদের প্রেম-ভালবাসা কিংবা শত্রুতার ভিত্তি স্থাপন না করে, তাহা হইলে তাহাদের জানা উচিত যে, এই সকল কাফের বা অস্বীকারকারীকে আল্লাহ্‌তায়ালা ভালবাসেন না। ان كنتم تحبون الله-এর মধ্যে একটি দাবীর উল্লেখ রহিয়াছে, এবং ইহা স্পষ্ট যে, এই দাবী সেই ব্যক্তিই করিতে পারে, যে নবী আকরাম (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনিয়াছে অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে সেই উক্ত দাবী করিতে পারে। এমনি তো অপরাপর ধর্মাবলম্বীরাও বাহ্যিকভাবে দাবী করিয়া থাকে যে তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার উপর ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার মহব্বত লাভ করার আগ্রহও পোষণ করে। কিন্তু উক্ত দাবীর ক্ষেত্রে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত মজমুন ইহাও নির্দেশ করিতেছে যে, প্রতিটি লক্ষ্য-বস্তুকে লাভ করার জন্য একটি সোজা পথ অর্থাৎ 'সোরাতে-মুস্তাকীম' নির্দিষ্ট আছে। শুধু রুহানী উদ্দেশ্যাবলী

অর্জনের জন্যই নয় বরং জাগতিক জীবনে পার্থিব বা পরমার্থিব উভয় প্রকারের উদ্দেশ্য লাভের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তায়ালা একটি সরল পথ নির্ধারিত করিয়াছেন। এবং সেই পথে পরিচালিত না হইয়া মানুষ গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইতে পারে না, এবং সে তাহার লক্ষ্যবস্তু অর্জন করিতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যে ব্যক্তি রাবওয়া হইতে সারগোধা যাইতে চায়, সে লায়েলপুর বা ফয়সালাবাদ গামী সড়কে পরিচালিত হইয়া সারগোধা পৌঁছিতে পারিবে না। খোদা-তায়ালা প্রতিটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য একটি নির্দিষ্ট রাস্তা বা পন্থা নির্ধারণ করিয়াছেন—এবং উহাই খোদাতায়ালার কালামের পরিভাষায় সেরাতে-মুস্তাকীম। সুতরাং এখানে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন যে, তোমরা যদি খোদাকে ভালবাস বলিয়া দাবী কর এবং তাঁহার প্রীতি লাভ করিতে চাহ, তাহা হইলে তোমাদের চিন্তা করা ও বুঝা উচিত যে, খোদাতায়ালার প্রীতি কোন্ পথে চলিয়া তথা কোন সেরাতে-মুস্তাকীমে পরিচালিত হইয়াই তোমরা লাভ করিতে পার। এই পবিত্র এবং কামেল কিতাব মানুষের হেদায়াত ও পথ নির্দেশনার উদ্দেশ্যে আসিয়াছে। এই মহান কিতাব তাহাকে বলে, তথা নবী আকরাম (সাঃ)-এর দ্বারা কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তায়ালা এই ঘোষণা করাইয়াছেন যে, তোমরা যদি আল্লাহ্‌তায়ালার মহব্বত হাসিল করিতে চাও, তাহা হইলে فاتبعونی ('আমার পায়রবীর কর')।

فاتبعونی-এর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে তিনটি কথা বর্ণিত হইয়াছে। একটি কথা ঘোষণা করা হইয়াছে এই যে, তোমরাও খোদাতায়ালার প্রেম লাভ করিতে চাহ বলিয়া দাবী কর এবং হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামও দাবী করেন যে, তিনি খোদাতায়ালার প্রেম চাহেন। দ্বিতীয় কথাটি বর্ণিত হইয়াছে এই যে, খোদাতায়ালা তাঁহার প্রেম লাভ করার জন্য স্বয়ং মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে একটি সরল ও সঠিক পথের সন্ধান দান করিয়াছেন, যাহা মানুষকে খোদার সন্তুষ্টি ও প্রেমে উপনীত করে। তৃতীয়তঃ এই যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সেই পথে পরিচালিত হইয়া তাঁহার বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জন করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি খোদাতায়ালার পরম ভালবাসা লাভ করিয়াছেন। এই তিনটি বিষয় فاتبعونی-এর মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

সুতরাং বলা হইয়াছে যে, দেখ, তোমাদের অন্তরেও খোদাতায়ালার প্রীতি লাভ করার আগ্রহ ও অনুরাগ রহিয়াছে, আর মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অন্তরেও অনুরাগ ও প্রেরণা ছিল খোদা-তায়ালার প্রেম ও মহব্বত লাভ করার। তাঁহার সেই প্রেরণা ও জায্‌বা তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতিভা অনুযায়ী ছিল। কুরআন নযুলের পূর্বেই তিনি (সাঃ) খোদাতায়ালার সমীপে ঝুঁকিয়াছিলেন এবং দোওয়ায় কাতরভাবে রত থাকিতেন। তারপর নবী করীম (সাঃ) বলেন যে,—খোদাতায়ালা আমার সেই আগ্রহ ও প্রেরণাকে লক্ষ্য করিয়া আমাকে একটি পথ দেখাইয়া নির্দেশ দান করিলেন যে, এই পথে চল, তাহা হইলে আমার প্রেম লাভ করিতে পারিবে।' খোদার নির্দেশে তিনি সেই পথ অবলম্বন করিলেন এবং খোদাতায়ালার ফজলে তিনি খোদার রহমত, তাঁহার সন্তোষ ও প্রীতির জান্নাত লাভ করিলেন। তিনি মানবীয় ক্ষমতার চরম

ও পরম সীমায়, পূর্ণ ব্যাপকতা ও গভীরতায় ব্যাপ্ত মহব্বত খোদার প্রতি পোষণ ও প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং মহা জালাল ও কুদরত ওয়ালা মহান খোদা তাঁহাকে মানুষের কল্পনাতীত নেয়ামত সমূহ দান করিয়াছেন। সুতরাং فاتبعونی-এর মধ্যে কুরআন করীম তাঁহার (সাঃ) পক্ষ হইতে এই ঘোষণা করিয়াছে যে, 'তাঁহাকে যে পথ দেখান হইয়াছে উহাতেই পরিচালিত হইয়া তোমরাও খোদাকে পাইবে, তাঁহার প্রীতি লাভ করিবে।' বস্তুতঃ কুরআন করীম হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে যে—

ان اتبع الا ما یوحی الی (الانعام : ایت-۵)

(অর্থাৎ, 'আমার প্রতি যাহা অহী করা হয়, আমি কেবল উহাই অনুসরণ করি'—অনুবাদক) প্রথম আয়াতে বলা হইয়াছে, "আমার অনুসরণ কর।" আর এখানে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পক্ষ হইতে খোদাতায়ালার সাক্ষ্য হিসাবে ইহা ঘোষণা করা হইয়াছে যে,

ان اتبع الا ما یوحی الی.

অর্থাৎ, 'আমি একমাত্র সেই ওহীকেই অনুসরণ করি যাহা খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে আমার প্রতি নাজেল করা হয়। উহা ব্যতীত আমি অন্য কোন কিছুরই অনুসরণ করি না।' সুতরাং কুরআন করীমে পূর্ণ অনুসরণের কথা মোহাম্মদ (সাঃ)-এর দ্বারা ঘোষণা করা হইয়াছে। অতএব খোদাতায়ালা যখন তাঁহাকে ইহা ঘোষণা করিতে বলেন, তখন খোদাতায়ালা প্রকৃতপক্ষে সাক্ষ্যদান করেন যে, ইহা এক অনস্বীকার্য বাস্তব সত্য যে, তাঁহার প্রতি যে ওহী নাজেল হইয়াছে উহা হইতে তিনি লেশমাত্র এদিক বা ওদিক হন নাই। উহা এক সোজা পথ, যাহার উপর তিনি পরিচালিত হইয়াছেন, এক ক্ষণিকের জন্যও তিনি উহা পরিত্যাগ করেন নাই, বিস্মৃত হন নাই, অবহেলা বা শৈথিল্যও করেন নাই। পরিশেষে তিনি খোদাতায়ালার মহব্বত লাভে সফল হইয়াছেন এবং সেই মহব্বত এমনই শান, মাহাত্ম্য ও মহিমা এবং ব্যাপকতার সহিত তিনি লাভ করিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ববর্তী কোন নবী সেই রূপে খোদাতায়ালার মহব্বত লাভ করেন নাই।

সুতরাং ঐ তিনটি কথা আমি বর্ণনা করিতেছি যেগুলি এই আয়াতাংশে বর্ণিত হইয়াছে এবং আল্লাহ্‌তায়ালা এই দলীল বা যুক্তি পেশ করিয়াছেন যে, তোমাদের অন্তরে যদি বাস্তবিক পক্ষে খোদাতায়ালার প্রতি ভালবাসা থাকে তাহা হইলে সেই ভালবাসার দাবী এই যে, তোমরা যেন খোদাতায়ালার আনুগত্য ও এতায়াত কর। এবং উহার দৃষ্টান্ত ও নমুনা হইল—

فی رسول الله اسوة حسنة (الاحزاب ایت : ۲۲۱)

একটি কামেল নমুনা বা পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ আদর্শ হিসাবে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বিরাজমান আছেন। তিনি আল্লাহ্‌র প্রতিটি আদেশ সম্পূর্ণ রূপে, সত্যিকার ভাবে, সমস্ত হৃদয় দিয়া মানিয়াছেন এবং পালন করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা তাঁহার পায়রবী ও অনুসরণ কর। يحببكم الله ('—'তবে আল্লাহ্‌তায়ালাও তোমাদিগকে ভালবাসিবেন') ان اتبع الا ما یوحی الی —যেভাবে নবী করীম (সাঃ) খোদাতায়ালার ওহী অনুসরণ করিয়া খোদাতায়ালার প্রেম লাভ

করিয়াছিলেন, সেইরূপে তোমরাও নবী করীম (সাঃ)-কে অনুকরণ করিয়া, তাহার পদাঙ্ক অনুসরণে, কুরআন শরীফের আকারে খোদাতায়ালার নাজেলকৃত ওহী অনুযায়ী নিজেদের জীবন যাপন করিয়া খোদাতায়ালার প্রেম লাভ করিতে পারিবে।

ويغفر لكم ذنوبكم—হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর শান ও মাহাত্ম্য অতুলনীয়। তাঁহার মধ্যে কোন দুর্বলতা নাই। তাঁহার অনুসারী প্রতিটি উম্মতির মধ্যেই বিভিন্ন ধরণের দুর্বলতা থাকিতে পারে; তাহার মধ্যে খোদা-মিলনের আগ্রহ-উদ্দীপনাও থাকিবে কিন্তু মানব সুলভ দুর্বলতারও অভিব্যক্তি ঘটিবে; সে শঙ্কিত বা আতঙ্কিতও হইবে। সেইজন্য সম্মুখপানে আগাইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে তাহার এক শুভ-সংবাদেরও প্রয়োজন ছিল, এবং সেই শুভ সংবাদ এখানে দান করা হইয়াছে—ويغفر لكم ذنوبكم

—"তোমাদের ভুল ত্রুটি তিনি মাজ না করিবেন যদি কিনা তোমরা জেদ বা হটকারিতা না কর এবং তৌবা ও অনুসূচনা কর। আল্লাহ্ অত্যন্ত মাজ'নাকারী এবং বারবার দয়া প্রদর্শনকারী।

তারপর, আল্লাহ্ বলেন যে, ঘোষণা করিয়া দাও—اطيعوا الله والرسول —অর্থাৎ পূর্বে আল্লাহ্ বলিয়াছেন—اتبعونى। যাহার অর্থ এই যে, মোহাম্মদ (সাঃ) -এর পায়রবী করিলেই তোমরা খোদাতায়ালার প্রেম লাভ করিতে পারিবে। ইহা বলার পর কুরআন করীম নিজেই ইহার ব্যাখ্যা দান করিয়াছে যে, اتبعونى-এর মধ্যে যে অনুবর্তিতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহার অর্থ হইল اطيعوا الله—খোদাতায়ালার পূর্ণ এতায়াত ও অজ্ঞানুবর্তিতা কর, এবং সেই রঙে এতায়াত কর, والرسول—যে ভাবে মোহাম্মদ (সাঃ) খোদাতায়ালার ওহীর এতায়াত করিয়াছেন। এই প্রকারেই মানুষ খোদাতায়ালাকে ভালবাসিতে পারিবে এবং উহার প্রতিদান হিসাবে খোদাতায়ালার তরফ হইতে সে ভালবাসা লাভ করিবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি এই পথে চলিতে অস্বীকার করিবে, ان الله لا يحب الكافرين—তাহার স্মরণ রাখা উচিত যে, সে আল্লাহ্তায়ালার ক্রোধগ্রস্ত হইবে, আল্লাহ্তায়ালা তাহাকে তাঁহার শত্রু হিসাবে গণ্য করিবেন।

সুতরাং বন্ধুত্ব ও ভালবাসা এবং ঘৃণা ও শত্রুতা কুরআন করীমে উক্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমি বলিয়াছি, আলোচ্য আয়াতে মূল-নীতি হিসাবে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে যে, খোদাতায়ালাকে ভালবাসিতে হইবে এই অর্থে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে 'উসওয়া' (উৎকৃষ্ট আদর্শ) স্বরূপ ধরিয়া তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে এবং আল্লাহ্তায়ালার কামেল এতায়াত বা অজ্ঞানুবর্তিতা ঠিক সেই ভাবে করিতে হইবে যেভাবে মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রবের কামেল এতায়াত করিয়াছেন। পার্থক্য শুধু এই টুকুই যে, তিনি তাঁহার শক্তি ও ক্ষমতা অনুযায়ী তাঁহার রবের এতায়াত করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুসারীবৃন্দকে স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী আল্লাহ্তায়ালার এতায়াত করিতে হইবে। কিন্তু তাহা করিতে হইবে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণে।

ইহাই হইল ইসলাম নির্দেশিত মহব্বত—খোদা এবং তাঁহার রসুল (সাঃ)-এর প্রতি। এবং ইহাও সত্য যে, কামেল অনুবর্তিতা কামেল মহব্বতের ফলশ্রুতিতেই সৃষ্টি হইতে পারে। فاتبعونی-এর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ইহাও ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, 'খোদাতায়ালার পূর্ণ এতায়াত কর তাঁহার মহব্বতকে লাভ করার জন্য, এবং তোমরা পূর্ণ এতায়াত করিতে পারিবে না যতক্ষণপর্যন্ত না আমাকেও ভালবাস।' সুতরাং এখানে দুইটি মহব্বত প্রতিপাদিত হইতেছে। এক, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সহিত; এজন্য যে, খোদার দৃষ্টিতে তাঁহার মর্যাদা অতি উচ্চ এবং অনন্য, এবং তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলা; এজন্য যে, তাহা করিলে খোদাতায়ালার ওয়াদা অনুযায়ী খোদাতায়ালার প্রীতি লাভ হইবে। যদি কেহ বলে যে, সে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করিতে চায় না কিন্তু খোদাকে ভালবাসিতে চায় ও খোদাতায়ালার প্রীতিও অর্জন করিতে চায়, তাহা হইলে এখানে আল্লাহ্‌তায়ালার ঘোষণা এই যে, সে কখনও খোদাতায়ালার প্রেম লাভ করিতে পারিবে না। ان الله لا يحب الكفرين—যে ব্যক্তি উক্ত নির্দেশিত পন্থাকে অস্বীকার করিবে সে খোদার ক্রোধকে আহ্বান করে ও উহার শিকারে পরিণত হইবে—সে তাঁহার প্রেম লাভে ব্যর্থ হইবে।

কুরআন করীম উহার বিভিন্ন স্থানে উক্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছে যে, অমুক অমুক বা এই এই ধরণের বিষয় বা কর্ম, যেগুলির ফলে খোদাতায়ালার গজব উত্তেজিত হয়। সেগুলি লইয়া যখন আমি আলোচনা করিব তখন ইহাও বর্ণনা করিব যে, ঐ আয়াত সমূহে বর্ণিত বিষয়গুলি হইতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সর্বদা বিরত রহিয়াছেন। তাঁহার জীবনে কোন একটি ঘটনাও এরূপ নাই, যাহাতে দেখা যাইতে পারে যে, খোদাতায়ালা যাহা পছন্দ করেন না (এই ধরণের বহু কথা আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন) ঐরূপ প্রতিটি কথা বা কর্ম হইতে তিনি বিরত থাকেন নাই। আবার এরূপ বহু কথাও বলিয়াছেন, যেগুলিকে তিনি ভালবাসেন, পছন্দ করেন, যেমন—ان الله يحب المحسنين।

—"সৎকর্ম সমূহ উত্তম রূপে যাহারা পালন করে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে ভালবাসেন।" বিষয়টি এখানে নীতিগতভাবেই বর্ণিত হইছাছে, ইহার বিস্তারিত বিবরণ আছে এবং উহার সঙ্গে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সমগ্র জীবন ঐ (সকল সৎকর্মের) রঙে রঙীন ছিল। কিন্তু উহা তো এক বিস্তারিত বিষয়। এখন আমি ইহা বলিতেছি যে, কোন ব্যক্তি খোদা বা রসুলকে ভালবাসে, না সে তাঁহাদের শত্রু—ইহার ফয়সালা দান করা মানুষের কাজ নয়, বরং ইহা খোদতোয়ালার কাজ, এবং ইহার সম্বন্ধে অত্যন্ত সুন্দর ও বিশেষভাবে ঐ আয়াত সমূহে বর্ণনা করা হইয়াছে, যেগুলির তফসীর আমি এখন আপনাদের সামনে পেশ করিলাম।

তেমনি প্রত্যেক আহমদী মুসলমানকে আমি বলিতে চাই যে, তোমাদের সম্পর্ক ও সম্বন্ধ কেবল মাত্র দুইজন অস্তিত্বের সহিতই বিজড়িত—অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)

এবং তাঁহার রবের সহিত। এতদ উভয়ের সহিত তোমাদের সম্বন্ধ স্থাপন কর, এবং অন্য কোন কিছুর, অন্য কাহারও এবং অন্য কোনও পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্রের পরোয়া করিও না। যদি তোমাদের দাবীতে তোমরা সত্যবাদী সাব্যস্ত হও এবং নিজেদের সাধ্য ও ক্ষমতার গণ্ডীর মধ্যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর রুহ্ যেমন ডাকিয়া বলিয়াছিল যে তিনি খোদাকে ভালবাসেন এবং ইহাকে তিনি সত্য সাব্যস্ত করিয়া দেখাইয়াছিলেন, তেমনি যদি আপনারা আপনাদের জীবনের প্রত্যেক শাখায় এবং প্রত্যেক কার্যে ঠিক সেই ভাবে চেষ্টিত হন, তাহা হইলে খোদাতায়ালার প্রীতি লাভ করিতে পারিবেন। এবং খোদাতায়ালার প্রীতি যে প্রাপ্ত হয়, তাহার দৃষ্টিতে সমগ্র জগতের ধন-দৌলত এবং অন্যান্য প্রিয় সমগ্রী যাহা মানুষ মানুষের নিকট হইতে লাভ করিয়া থাকে সেইগুলির কোনই মূল্য নাই, বরং সেগুলি মৃত কীটের তুল্যও নয়। সুতরাং জীবনের মৌলিক সত্য ও মূল-তত্বটি উপলব্ধি করুন। খোদাতায়ালার প্রীতি লাভের যে সেরাতে-মুস্তাকীম— সেই নির্ধারিত পথ অবলম্বন করুন। যে প্রিয়, অতি প্রিয় নমুনা—হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর উৎকৃষ্টতম আদর্শ আপনাদের সামনে রাখা হইয়াছে উহা ধারণ করুন, নিজ জীবনে উহা রূপায়িত করুন। যে পথের উপর তাঁহার পদচিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না, সেই পথে আপনারা পরিচালিত হইবেন না। এমনি ধারায় আপনারা তাঁহার সন্নিধ্যে উপনীত হইতে পারিবেন। কেননা, সেই নির্ধারিত সরল পথে পরিচালিত হইয়া কোন না কোন স্থানে বা স্তরে আপনারা আপনাদের ক্ষমতা ও প্রচেষ্টার ফলে অবশ্যই পৌঁছিবেন। প্রতিটি পদক্ষেপই মানুষকে আগাইয়া নিয়া যায় এবং গন্তব্যের নিকটবর্তী করিয়া দেয়। পরিশেষে যে উদ্দেশ্যে এই পথ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অবলম্বন করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি আল্লাহ্তায়ালার মহব্বত লাভ করিয়াছিলেন, সেই মহব্বত আপনারাও প্রাপ্ত হইবেন। ইহা ব্যতীত আপনাদের কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই। আমরা তো সদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পায়রবী এবং অনুবর্তিতায় আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, তিনি ঘোড়াকে অত্যন্ত আদর-যত্ন করিতেন; সেইজন্য আমরাও করিয়া থাকি। কোন কোন লোক অজ্ঞতাবশতঃ আপত্তি করিয়া বসেন। তাহারা বুঝেন না যে যখন আমাদের মাহবুব ও প্রেমাস্পদ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঘোড়াকে ভালবাসিয়াছেন, তখন আমরা কেন ভালবাসিব না? আমরাও অবশ্য ভালবাসিব। আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে ছোট-বড় প্রতিটি কার্যে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণ করিবার তওফিক দিন। (আমীন)

[দৈনিক 'আল-ফজল' ২৩শে অক্টোবর ১৯৮০ইং]

অনুবাদ—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৫৮)

(১০) কাদিয়ানের প্রসারতা সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ঃ

এখন আমারা হযরত মীর্যা সাহেবের অনুসারীদের সংখ্যাবৃদ্ধি, ক্রমোন্নতি এবং সাধারন অগ্রগতি সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছেন সেগুলোর উল্লেখ করতে পারি। প্রথমতঃ আহমদী আন্দোলন যে প্রত্যন্ত গ্রামটি হতে শুরু হয়েছিল সেই কাদিয়ানের প্রসারতা সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর কথা ধরা যাক। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই গ্রামাঞ্চলটি উন্নত ও বর্ধিত হওয়া এবং ক্রমে ক্রমে একটি সমৃদ্ধশালী কেন্দ্রে পরিণত হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু যে সময়ে হযরত মীর্যা সাহেব এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী করেন তখন এই গ্রামটিতে প্রায় দু'হাজার লোক মাটির তৈরী ঘরে প্রাচীনতম অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে বসবাস করতো। গ্রামবাসীরা নিজেদের ফসল নিজেরাই ব্যবহার করতো, অর্থাৎ বাইরের জগতের সঙ্গে খুব একটা সম্পর্ক তাদের ছিল না। সপ্তাহে শুধু দু'বার চিঠি-পত্রের ডাক এসে চলে যেতো। সেই সময় হযরত মীর্যা সাহেবের বেশী অনুসারী ছিল না—কয়েক শতের মত হবে। অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি তাঁর অনুসারীদের কাদিয়ানে এসে তাঁর সঙ্গে থাকার জন্যও বলতে পারতেন না। কারণ কাদিয়ান তখন একটি ছোট্ট গ্রাম ছিল এবং বাইরের থেকে যোগাযোগের জন্য ভাল রাস্তা এবং রেলওয়ে ছিল না।

কোন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবের ফলে তাঁর জন্মস্থানে অনিবার্যভাবেই শহর গড়ে উঠে না। যেমন যীশুখ্রীষ্ট 'নাজারত' নামক স্থানে জন্মে ছিলেন, কিন্তু নাজারত এখন পর্যন্ত গ্রামই রয়ে গেছে। অনেক 'কামেল' মহাপুরুষ যেমন শাহাবুদ্দীন সোহরোয়ার্দী (রহঃ), শেখ আহমদ সরহিন্দী (রহঃ) এবং বাহাউদ্দীন নক্সবন্দী (রহঃ) গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন অথবা তাঁরা গ্রামেই বসবাস করার জন্য গিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের গ্রামগুলো গ্রামই রয়ে গেছে। যা কিছু বেড়েছে তা শুধু প্রাকৃতিক সীমার মধ্যেই বেড়েছে। শহর এবং নগর প্রতিষ্ঠা করা সহজ ব্যাপার নয়। প্রাকৃতিক এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা না থাকলে শহর ও নগর প্রসারতা এবং উন্নতি লাভ করে না। এভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে কাদিয়ানের জন্য একটা শহর হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কেননা সাধারণ সুযোগ-সুবিধা হিসেবে রেলওয়ে অথবা নদী পথে কাদিয়ানের সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না।

এই সকল স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থা থাকা সত্বেও হযরত মীর্যা সাহেব ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, কাদিয়ান উন্নত এবং প্রসারিত হতে থাকবে। বাস্তবে এরূপই হয়েছে। হযরত মীর্যা সাহেবের অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং তাঁরা কাদিয়ানে আসতে লাগলেন। অনেকেই স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য কাদিয়ানে চলে আসেন। ভবিষ্যদ্বাণী

সমূহের আংশিক পূর্ণতা (পুরাপুরি পূর্ণ হতে আরও সময় লাগবে) খুবই আশ্চার্যজনক ছিল। ১৯২০ সালের দশকে কাদিয়ানের লোক বসতি প্রায় পাঁচ হাজারে উন্নীত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় কাদিয়ানের বসতি ছিল প্রায় পনেরো হাজার এবং সেই সঙ্গে এখানে ছিল বেশ কয়েকটি স্কুল, কলেজ, প্রিন্টিং প্রেস, মসজিদ এবং অতিথিশালা। দেশ বিভাগের ফলে কাদিয়ান ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অধিকাংশ বাসিন্দা পাকিস্তানে হিজরত করেন। কিন্তু কাদিয়ান ছেড়ে সকলেই চলে যান নাই—সেখানে আহমদীয়া জামাতের অনেক সদস্য স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন! বর্তমানে ইণ্ডিয়ার যে সকল আহমদীয়া জামাত রয়েছে সেগুলোর কেন্দ্র হলো কাদিয়ানে। হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জীবনের বহু স্মৃতি-বিজড়িত এই পবিত্র স্থানে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হতে ভ্রমণকারীগণ আগমন করেন। বর্তমানে আহমদী জামাতের কেন্দ্র পাকিস্তানের রাবওয়ায় অবস্থিত এবং এই স্থান আপাততঃ আহমদীয়া জামাতের বিশ্ব-কেন্দ্র রূপে কাজ করছে। (ক্রমশঃ)

[দাওয়াতুল আমীর গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ "Invitation"—এর ধারাবাহিক অনুবাদ] —মোহাম্মদ খলিলুর রহমান।

"জগতের অভিশাপকে তোমরা ভয় করিও না।"

"জগতের অভিশাপকে তোমরা ভয় করিও না, কারণ উহা দেখিতে দেখিতে ধূম্রের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। উহা কখনও দিবাকে রাত্রি করিতে পারে না। বরং তোমরা আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতকে ভয় কর, যাহা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয় যাহার এবং উপর উহা নিপতিত হয়, তাহার ইহকাল ও পরকালকে সমূলে বিনষ্ট করে। .....যদি আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্বন্ধ দৃঢ় থাকে, তবে পৃথিবী তোমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। তোমাদের ক্ষতি তোমাদের হাত দ্বারাই সাধিত হইতে পারে, শত্রুর হস্ত দ্বারা নহে। তোমাদের সমস্ত পার্থিব সম্মান যদি ধ্বংস হয়, তবে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদিগকে স্বর্গে এক অক্ষয় সম্মান দিবেন। অতএব তোমরা কখনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না।" (কিশ্‌তিয়ে নূহ পুস্তক)

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

শুভ বিবাহ

১লা ডিসেম্বর, ১৯৮০ইং রোজ সোমবার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, আহমদীপাড়া নিবাসী মৌলভী আঃ আওয়াল (মনু মিয়া) সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র মোঃ রওশন আলীর শুভ বিবাহ কটিয়াদি জালালপুর নিবাসী মৌলভী এ, বি, এস, হামিদ ভূঞা সাহেবের প্রথম কন্যা মোসাম্মাৎ ফারজানা পারভীন (মুন্নি)-এর সাথে দশ হাজার এক টাকা দেন মোহরে আহমদী পাড়ায় উক্ত জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হয়েছে। আল-হামদুলিল্লাহ।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট উক্ত বিবাহ সর্বাঙ্গীণরূপে বাবরকত হওয়ার জন্য খাস দোওয়ার আবেদন রইল।

সংবাদ ঃ

ঢাকা মজলিস আনসারুল্লাহর ৩য় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজলে ৭ই ডিসেম্বর ১৯৮০ রোজ রবিবার ঢাকা মজলিশে আনসারুল্লাহর তৃতীয় বার্ষিক ইজতেমা ৪নং বকশী বাজার রোডস্থ দারুত তবলিগে (কেন্দ্রীয় আহ্‌মদীয় মসজিদে) সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৬ই ডিসেম্বর শনিবার দিবাগত রাত্রে বাদ নামাজে-এশা, মৌঃ খন্দকার সালাহ্‌ উদ্দিন আহমদ সাহেব কর্তৃক কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ঢাকা আঞ্জুমান-ই-আহ্‌মদীয়ার আমীর মহতরম জনাব মকবুল আহমদ খাঁন সাহেব তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও দোয়া দ্বারা ইজতেমা-অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, উক্ত উদ্বোধন করার কথা ছিল বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার আমীর মোহতারম জনাব মেঃ মোহাম্মাদ সাহেবের, কিন্তু তখন তিনি জামাতের বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ খুলনা সুন্দর বন জামাতে সফর রত ছিলেন।

মৌঃ ওবায়দুর রহমান ভূঞা সাহেব (নায়েমে আলা, বাংলাদেশ মজলিশে আনসারুল্লাহ) আহাদ-পাঠ পরিচালনা করেন ও ইজতেমার উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতায় সকল আনসার ভাইগণকে উজ্জীবিত করেন। সেই সঙ্গে ঢাকার আনারুল্লাহ ভাইদের স্বল্প উপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন এবং জামাতের সকল প্রকার কাজে বেশী বেশী অংশ গ্রহণ করিবার জন্য সকল আনসারুল্লাহকে আহ্বান জানান। অতঃপর বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য প্রস্তুতিকল্পে রাত্র ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রথম অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

পরবর্তী অধিবেশন শুরু হয় রবিবার ভোর ৪ ঘটিকায় অত্যন্ত বেদারীর সাথে নামাজ তাহাজ্জুদ বা-জামাত আদায়ের মধ্য দিয়া। তাহাজ্জুদ নামাজ পরিচালনা করেন মৌঃ আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেব, সদর মুরুব্বী। অতঃপর অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী দরসে কোরআন পেশ করেন মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী। রবিবার ৪টি অধিবেশনে বিস্তৃত এই ইজতেমা সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত চলে। ভোরের অধিবেশনে আসহাবে মোহাম্মদ (সাঃ) (ক) হযরত আবু বকর (রাঃ) ও (খ) হযরত ওমর (রাঃ) এবং আসহাবে আহমদ (আঃ) (কা) হজরত খলিফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ) ও (খ) হজরত খলিফাতুল মসীহ সানী আল মুসলেহুল মওউদ (রাঃ)-এর জীবনাদের্শের উপর আলোকপাত করেন যথাক্রমে সর্বজনাব আল-হাজ্ব মোঃ আবদুস সালাম, চৌধুরী আবদুল মতিন, মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক, সদর মুরুব্বী ও মৌঃ মোঃ মোস্তফা আলী সাহেবান। এতায়াতে নেজাম সম্বন্ধে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখেন জনাব ডাঃ আব্দুস সামাদ খাঁন চৌধুরী সাহেব, নায়েবে আমীর, বাংলাদেশ আনঞ্জুমান-ই-আহমদীয়া। কোরআনের ফজিলত ও সৌন্দর্যকে তুলিয়া ধরেন মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ,

[অবশিষ্টাংশ ২৫ পৃষ্ঠায় দেখুন]

ইমাম মাহদী (আঃ) কোথায় ?

আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিভ্রান্ত ও অধঃপতিত জগদ্বাসীকে সুপথে আনিয়া ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে একত্রিত করিবার জন্য হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে বিস্তারিত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন। উহার আলোকে সমগ্র মুসলিম উম্মতের সম্মিলিত দৃষ্টি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের জন্য হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। বহু শাহ্ সুফী মোজাদ্দেদ, মোহাদ্দেস, ওলি ও আলেম তাঁহার আগমন, লক্ষণাবলী ও কার্য সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য রাখিয়া গিয়াছেন। তদনুযায়ী হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুফী ও আলেমগণ তাঁহার আগমন সম্পর্কে অত্যন্ত সোচ্চার এবং জনগণ অত্যন্ত অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষমাণ ছিলেন।

ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ঃ

আল্লাহ্‌তায়ালা কখনও তাঁহার ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। তিনি যথাসময়ে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর ৬ষ্ঠ বর্ষে তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়া হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে ইমাম মাহদী রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করিলেন। তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশে ইহার দাবী জগদ্বাসীকে জানাইলেন এবং তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তাঁহার সত্যতার নিদর্শন অজস্র ধারায় প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং আজও উহার বিরাম নাই। তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া এক, দুই, দশ, শত ও হাজারে হাজারে লোক দুনিয়ার সকল প্রান্ত হইতে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে লাগিল এবং এখন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামাতের লোক-সংখ্যা এক কোটিরও উর্ধ্বে। এই জামাতের লক্ষ্য একটি। সে হইল ইসলামের শিক্ষাকে পূর্ণাকারে আমল করিয়া উহাকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করা। কারণ ইসলামের মধ্যেই জগদ্বাসীর উদ্ধার নির্ধারিত আছে। তদনুযায়ী দুনিয়ার সর্বত্র আজ জামাতে আহমদীয়া শক্তিশালী ও ক্রমঃবর্ধমান সংখ্যায় ইসলামের প্রচার-কেন্দ্র, মসজিদ, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপন এবং বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় কুরআন শরীফের তরজমা ও তফসীর প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য ও নিত্য নূতন নিদর্শনে পুষ্ট এই জামাত সারা জগতে ইসলামের প্রেমের আলোক বিস্তার করিয়া চলিয়াছে এবং অভ্রান্তভাবে জগতের সকল জাতির দৃষ্টি সেদিকে পড়িয়াছে।

আলেম সম্প্রদায় ঃ

মানবজাতির গ্লানি-যুগে যেমন নবী প্রেরণ করা আল্লাহ্‌তায়ালার চিরন্তন নিয়ম, তেমনি সমাগত নবীর বিরুদ্ধাচরণ করা এবং জনগণকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখার প্রচেষ্টা সমসাময়িক আলেমগণের চিরন্তন অভ্যাস। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। যখন হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) ইমাম মাহদী হইবার দাবী করিলেন, তখন আলেমগণ তাঁহার সত্যতা অনুসন্ধানের পরিবর্তে সর্বাত্মকভাবে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে লাগিয়া

গেলেন এবং জনগণকে তাঁহার নিকট হইতে সরাইয়া রাখিবার জন্য একদিকে তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার এবং অপরদিকে এখনও সময় হয় নাই এবং হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর বিশ সনে, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তুর, আশি, নব্বই সনে এবং অবশেষে শেষ দিনটি পর্যন্ত ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাবের আশ্বাস দিয়া রাখিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হইতে হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) ব্যতিরেকে আর কেহ আসিলেন না। আলেমগণ এখন জনগণের নিকট এবং খোদার নিকট কি জবাব দিবেন? মির্যা সাহেব ইমাম মাহদী (আঃ) না হইলে অন্য কাহাকেও চিহ্নিত করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করা ও জনগণকে দেখাইয়া দেওয়া কি তাহাদের নৈতিক এবং ধর্মীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব নহে? বড়ই বিচিত্র ব্যাপার আলেমগণের! আল্লাহ্‌র কোন প্রেরিত পুরুষের আগমনের পূর্বে তাহারা তাঁহার সংবাদ দানে সর্বাধিক সোচ্চার থাকেন এবং তাঁহার আগমনে, তাঁহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিতে এবং জনগণকে তাঁহার আগমনে বিলম্ব থাকার দোহাই দিয়া তাঁহার নিকট হইতে সরাইয়া রাখিতে গুরুতর চেষ্টারত থাকেন। অতঃপর যেমন যেমন তাঁহার আগমনের সময় ফুরাইয়া আসিতে থাকে তখন আদৌ কাহারও আগমন সম্পর্কে তাহাদের আওয়াজ দুর্বল হইয়া আসিতে থাকে এবং পরিশেষে তাহাদের কণ্ঠ এমনভাবে রুদ্ধ হইয়া যায় যে, যেন তাহারা কাহারও আগমনের কোন কথা কখনও জানিতেন না এবং সে সম্বন্ধে কখনও কিছু বলেন নাই। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর অবসানে কি আমরা এই দৃশ্য দেখিতেছি না?

জনগণের কর্তব্য ঃ

জনগণের এখন কি কর্তব্য? কেহ কাহারও গোরে জবাব দিবে না। মরণে কোন আলেম কাহারও সাহায্যে আসিবে না। প্রত্যেকের নিজের ঈমান ও নিজের আমল সঙ্গে যাইবে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের এখন সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও সমালোচনার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া খোলা মনে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর দাবী যাচাই করিয়া তাঁহাকে অচিরে গ্রহণ করা কর্তব্য। তিনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেমিক ও দাস—প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)।

ইলাহী তকদীর ঃ

বর্তমান যুগে যে দুর্যোগ জগতের উপর, বিশেষ করিয়া মুসলমান জাতির উপর নামিয়া আসিয়াছে, উহার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য একমাত্র খাঁটি ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ ও পালনের প্রয়োজন। ইসলামের দুইটি বুনিয়াদী শিক্ষা—(১) আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ এবং (২) মুসলমানগণের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন। আহমদীয়া জামাত ব্যতিরেকে আর কোথাও এই দুইয়ের নাম-গন্ধ পাওয়া যাইবে না। এই দুই শিক্ষার ভিত্তিমূলে মুসলমান জাতি জগতে অতীতে অপূর্ব উন্নতি ও কীর্তি স্থাপন করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে এই দুইয়ের ক্রমঃবিলীন ধারায় তিরোধানের সহিত মুসলমান জাতির অধঃপতন হইয়াছে। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এই দুই বুনিয়াদী শিক্ষা ইসলামী খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বারা সুদৃঢ়রূপে আহমদীয়া জামাতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই জামাতে যোগ দিয়াই সমগ্র মুসলিম জাতি আবার বিশ্বে উন্নতি এবং অভূতপূর্ব কীর্তি স্থাপন করিবে এবং ইসলামের বিশ্ব-বিজয় আনিবে। এই কার্য সাধনে কোন অঞ্চলের তেল বা কোন কল্পিত নেতা কিছু করিতে পারিবে না এবং ইসলামের প্রতিশ্রুত সুনিশ্চিত বিজয়ের বিরুদ্ধে কোন বিরুদ্ধ শক্তি এবং কোন মারণাস্ত্র কোন কাজে আসিবে না। হিংসা ও বিদ্বেষ অচিরে স্বাভাবিক মরণে মরিয়া যাইবে এবং ধরা-পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে। ইসলামী সৌহার্দ ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের প্রেমের বাণী জয়যুক্ত হইবে। বিশ্ব-জগতের ললাটে ইলাহী তকদীরের ইহা অকাট্য মহা লিখন।

১৯৮৯ সনে ইসলামের বিশ্ব-বিজয় শতাব্দীর সম্বর্ধনা-উৎসব ঃ

হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দাবী ঘোষণা করেন এবং জগতবাসীকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান করিয়া তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, তাঁহার দাবীর একশত বর্ষ পরে ইসলামের বিশ্ব-বিজয়-শতাব্দী আরম্ভ হইবে। তদনুযায়ী আহমদীয়া জামাতের খলিফা হজরত মির্যা নাসের আহমদ (আইঃ) গত ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ ত্বরান্বিত করার এক বিরাট কার্যকরী কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামের বিশ্ব-বিজয় শতাব্দীর সম্বর্ধনা-উৎসব পালনের সময় নির্ধারণ করেন। এই সংবাদ তিনি স্বয়ং ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকার বিভিন্ন কেন্দ্রে বার বার গিয়া ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন। যে স্পেন দেশে মুসলমানগণ প্রায় ৮০০ বৎসর রাজত্ব করিবার পর সেখান হইতে প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্বে খ্রীষ্টান শক্তি ইসলামকে এবং মুসলমানগণকে নির্মূল করিয়া দিয়াছিল, সেই স্পেনের কর্ডোভার অদূরে প্রেড্রোআবাদ স্থানে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে গত ৯ই অক্টোবর জামাতে আহমদীয়ার বর্তমান খলিফা গত ৫০০ বৎসর পর ইসলামের পুনরুজ্জীবনের প্রথম মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং সেখানে বাজামাত নামাজ পড়েন। স্পেনের স্থানীয় আহমদী মুসলমানের সংখ্যা শতাধিক। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর কালরাত্রি শেষে দিকচক্রবালে ইসলামের বিশ্ব-বিজয় শতাব্দীর ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ শুভ্র প্রভাতী রেখা।

হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দী ঃ

সকল জাতির নিকট হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে এক মহাপুরুষের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। তিনি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)। হিজরী পঞ্চদশ বা উহার পরবর্তী কোন শতাব্দীতে কোন জাতির নিকট কোন মহাপুরুষের আগমনের বা বিশেষ কোন কল্যাণের সংবাদ নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীর এবং উহার পরবর্তী সময়ের সুসংবাদ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইসলামের বিজয় আরম্ভ এবং পরবর্তী শতাব্দীতে সারা বিশ্বে ইসলাম একচ্ছত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইবে। জগৎ হইতে দুঃখ, দৈন্য, নিরাশা, অশান্তি দূরীভূত হইবে। পৃথিবী সুখ, শান্তি ও পবিত্রতায় ভরিয়া যাইবে। তদনুযায়ী হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামের বিশ্ববিজয় শতকের সম্বর্ধনা উৎসবের আবেদন ও ঘোষণা সর্বপ্রথম একান্তভাবে আহমদীয়া জামাতের পক্ষ হইতে হয় এবং উহার কার্যকরী কর্মসূচী গৃহীত হয়।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ও ইসলামের বিশ্ববিজয় ঃ

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন এবং তাঁহার জামাতের সহিত ইসলামের বিশ্ববিজয় সংযুক্ত ছিল। আহমদীয়া জামাত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে পাইয়াছে এবং মানিয়াছে। তাঁহার জামাত তাঁহার নির্দেশিত প্রেম ও শান্তিপূর্ণ পথে ইসলামের বিশ্ববিজয় আনার কাজে ব্যস্ত। ইহার জন্য তাহারা ইসলামের আমল ও প্রচারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টারত। আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামের বিশ্ববিজয় দিবাসমাগমে সূর্যালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। দুনিয়ার কোন শক্তি তখন ইসলামের দিকে রক্ত চক্ষু মেলিতে পারিবে না। জগতের দৃষ্টি ইসলামের সম্মুখে নত হইয়া পড়িবে। তখন—১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আহমদীয়া জামাত ইসলামের বিশ্ববিজয় শতাব্দীর সম্বর্ধনা উৎসব করিবে।

বিভিন্ন দেশের মুসলিম ধর্ম-নেতাগণ চতুর্দশ শতাব্দী হিজরীর শেষ বছরে ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ করিয়া দেন এবং পঞ্চদশ শতাব্দী হিজরীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের বিজয়-উৎসব আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। মুসলিম রাষ্ট্রগুলি আজ অসহায় এবং পরাশক্তিগুলির হস্তের ক্রীড়নক এবং তাহাদের কৃপার পাত্র। তাহাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। কত ভাল হইত যদি ধর্মীয় নেতাগণ বিজয় আনার কাজ সাধন করিয়া পরে উৎসব করিতেন। বড়ই কল্যাণকর হইত যদি তাহারা জনগণকে এখনও সঠিক পথ প্রদর্শন করিতেন। তাহাদের গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন, আল্লাহ্‌তা'লা এ যুগে ইসলামের বিশ্ববিজয়ের ঐশী অধিনায়ক কাহাকে করিয়াছেন? তিনি কে, কোথায় এবং তাঁহার বিজয়ের কার্যসূচী কি? তাঁহাদের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, বিজয়ের সুসংবাদ কে দিল? যে বিজয় ধ্বনির প্রতিধ্বনি তাহাদের কণ্ঠে বাজিয়াছে উহার উৎস কোথায়?

প্রকৃতির নিয়ম ইহাই যে কোন তারে আঘাত হানিলে, সকল অনুরাগী তারে উহার প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠে। তেমনি যখন আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হইতে কোন মহাপুরুষের আগমন হয়, তখন আকাশে বাতাসে তাঁহার বাণী প্রতিধ্বনিত হয়। আজ সকল মুসলমানের কণ্ঠে ইসলামের বিজয়ের রব, আল্লাহ্‌তা'লার প্রেরিত পুরুষ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বাণীর স্বাভাবিক প্রতিধ্বনি।

বিবেচনার বিষয়ঃ

নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা, তাঁহার রসুল (সাঃ), মুসলিম উম্মতের বুজুর্গানে-দ্বীন এবং উলেমাকুল সকলে সম্মিলিতভাবে মুসলিম জাহানকে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনের সম্বন্ধে মিথ্যা স্তোকবাক্য দেন নাই। যদি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কেহ না আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইসলামের মহাবিজয়ের ধ্বনি কেন উঠিল? কে তুলিল? হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দ্বারাই জগত ব্যাপী ইসলামের প্রতিষ্ঠা সাধিত হওয়া সৃষ্টির আদিকাল হইতে নির্ধারিত ছিল। তাঁহার আগমনের কাল হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী পার হইয়া গিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কাহারও আগমন সংবাদ নাই। বিজয়ের রব উঠিয়াছে। ঐশী নেতা কোথায়?

সুতরাং বিশ্বের সকল মুসলমান ভ্রাতার খেদমতে বিনীত ও প্রেমপূর্ণ নিবেদন এই যে, আপনারা প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেরিত পুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে গ্রহণ করুন। তিনি ব্যতীত আর কেহ ইমাম মাহদী নহেন। এখন তাঁহার খলিফার হস্তে বয়েত করিয়া, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জামাতের অন্তর্ভুক্ত হউন এবং বিশ্ববিজয় আনয়নের কল্যাণকর কাজে ব্রতী হউন। আগে বিজয়-যাত্রারম্ভ, পরে বিজয়-সম্বর্ধনা উৎসব। ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ দ্রুত ছুটিয়া আসিতেছে। তখন সত্যিকার ভাবে সমস্ত মুসলিম জাহান ইসলামের বিশ্ববিজয় শতাব্দীর সম্বর্ধনা-উৎসব করিবে।

আল্লাহ্‌তায়ালা বিশ্ব-মুসলিমকে তাহাদের প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তির পথ উপলব্ধি করিবার ও গ্রহণ করিবার তওফিক দিন এবং তাহাদের উপর অফুরন্ত আশিস বর্ষণ করুন। আমীন।

—মোঃ মোহাম্মাদ,
আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া।

সংবাদের অবশিষ্টাংশ

[২০ পৃষ্ঠার পর]

সদর মুরুব্বী তাঁহার জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যে। ইহা ছাড়াও মূল্যবান ভাষণ দান করেন সর্বজনাব মৌঃ মকবুল আহমদ খান, আমীর, ঢাকা আঃ আহমদীয়া, মৌঃ ওবায়দুর রহমান ভূইয়া, নায়েবে আলা, বাঃ মঃ আঃ, মৌঃ খন্দকার সালাহ উদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, মৌঃ শহিদুর রহমান, মৌঃ মজহারুল হক, মৌঃ ফারুক আহমদ, সদর মুরুব্বী, মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী, মৌঃ তবারক আলী, মৌঃ আবদুল কাদের ভূইয়া, যয়ীম আলা, মৌঃ আনোয়ার আলী, মৌঃ গোলাম আহমদ খান, মৌঃ আলী কাসেম খান চৌধুরী, মৌঃ ভিজির আলী এবং মৌঃ নূরুদ্দীন আহমদ সাহেবান যথাক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়-বস্তুর উপর—এনফাক ফি সাবিলিল্লাহ, তরবিয়তে আওলাদ, খেলাফতের মোকাম, পঞ্চদশ শতাব্দীকে খোশ-আমদেদ, অসিয়তের গুরুত্ব, শতবার্ষিকী জুবলী প্রোগ্রাম, তালিমুল কোরআন, ওয়াক্‌ফে আরজী, হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর ইতিহাস, তকদীর ও তদবীরের ব্যবহার, পর্দাপ্রথা ও আনসারুল্লাহর দায়িত্ব, কবুলিয়তে দোয়া, বিজ্ঞান ও ইসলাম, লেন-দেন ও তাক্‌ওয়া, ইসলামের অর্থনীতি এবং ইসলাম ও নৈতিকতা।

সমাপ্তি ভাষণে জনাব নায়েবে আমীর সাহেব সকল আনসার ভাইগণকে উক্ত ইজতেমায় বর্ণিত বিষয়গুলির সারমর্ম স্মরণে রাখিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে নেক কাজে প্রতিযোগিতা করার জন্য উদাত্ত আহবান জানান। সর্বশেষে বাংলাদেশ মজলিশে আনসারুল্লাহর নায়েবে আলা সাহেব আহাদ পাঠ পরিচালনা করেন, এবং এজতেমায়ী দোয়া করান মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী। সেই সাথে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা সকলের জন্য এই ইজতেমাকে বরকতময় করুন। আমীন।

এ, টি, এম, হুক
সেক্রেটারী তজনীদ, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

জনাব প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারী সাহেবান, ওয়াক্‌ফে জদীদ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু।

ডিসেম্বর মাসেই ওয়াকফে জদীদের মালী সাল শেষ হইতেছে। বন্ধুগণ তৎপর হউন এবং নিজ জামাতের চাঁদা আদায় করতঃ ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠাইয়া ছওয়াবের ভাগী হউন। নবজাত শিশু হইতে অনুর্দ্ধ পনের বৎসরের সকল বালক ও বালিকার পক্ষ হইতে উক্ত চাঁদা আদায়ে বিশেষভাবে যত্নবান হইবেন। ওয়াদাকৃত চাঁদা প্রত্যেকের নাম সহ পাঠাইবেন। কারণ, রেকর্ড কেন্দ্রে রাখা হইতেছে এবং এই লিষ্ট দোওয়ার জন্য হুজুর আকদাস (আইঃ)-এর খেদমতে পেশ করা হইবে। উল্লেখ্য, বাৎসরিক চাঁদার নিম্নতম হার ১২ টাকা।

জানুয়ারী মাসের মধ্যে নূতন বৎসরের ওয়াদা সংগ্রহ করিয়া কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠাইবার জন্যও অনুরোধ করা যাইতেছে।

মোহাম্মদ শামসুর রহমান
সেক্রেটারী ওয়াকফে জদীদ, বাংলাদেশ আঃ আঃ

আহ্মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না ল'নাতাল্লাহে অ'লাল কাফের'নাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮ -৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Pres.
for the proprietors. Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4. Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwor*